যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

লুটপাটের আখড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

মুশতাক আহমদ

অর্থ লুটপাটের আখড়ায় পরিণত হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত দেশের একমাত্র এ বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible] এখানে আর দুর্নীতি [illegible] নয়, প্রায় সব খাতে কর্তাব্যক্তিরা লুটে নিচ্ছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বড় কর্তাদের একান্ত খেয়ালের কারণেই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। সংশ্লিষ্টরা জানান, সহস্রাধিক লোক নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়েছিলেন চারদলীয় জোট আমলের ভিসি প্রয়াত ড. আফতাব আহমদ। সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত এই ভিসির আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেশিরভাগই বর্তমান সরকার আমলে চাকরিচ্যুত হন।

অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে দুর্নীতির বীজ বপন হয় সাবেক রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমদ প্রামাণিকের সময়ে। যার বিস্তার শুরু হয় সাবেক ভিসি ড. সৈয়দ রাশিদুল হাসানের সময়ে। আর পত্রপল্লবে সুশোভিত হয় বিদায়ী প্রশাসনের আমলে।

বিগত প্রশাসনের নানা দুর্নীতির মধ্যে আলোচিত হচ্ছে পদে পদে সরকারি বিধিবিধান লঙ্ঘন করে ২২ লাখ টাকা গচ্চা দিয়ে ২০১০-১১ অর্থবছরে গাড়ি ক্রয়। সরকারি আইনে ৮ বছর আগে নতুন গাড়ি কেনার বিধি না থাকা সত্ত্বেও ১ কোটি ৪০ লাখ টাকা দিয়ে ঢাকা মেট্রো ৩১-০৬১৩, ০৬১৫, ০৬১৬ ও

আখড়া : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭

আখড়া : লুটপাটের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

০৬২৪ নম্বরের ৪টি গাড়ি কেনা হয়েছিল। সহস্রাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী চাকরিচ্যুত হলেও জ্বালানি, গাড়ি ক্রয়সহ গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। জ্বালানি তেল, গাড়ি মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ, টায়ার-টিউব, সিএনজি করা, গাড়ির ট্যাক্স-টোকেনসহ প্রত্যেকটি কাজ এবং তার মূল্যের মধ্যে ওভারহেডের বড় বড় খাদ তৈরি করা হয়েছে। অর্থ লুটপাটের আরেকটি আশ্চর্যজনক তথ্য হল, ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার সাবেক হওয়ার পরও ৬ মাস পর্যন্ত নানাভাবে আর্থিক এবং জনবলের সেবা নিয়ে থাকেন। তাদের বাসায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক কর্মচারী কাজ করেন। দায়িত্বে না থাকা সত্ত্বেও তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস দিতে হয়।

বাজেট বইয়ের ১০ পৃষ্ঠায় (সংলগ্নী-২) শিক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পরীক্ষা পরিচালনা ব্যয় ২০১১-১২ অর্থবছরের মূল বাজেট ৪০ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। অথচ পরের বছরই প্রায় ১৫ কোটি টাকা বাড়িয়ে তা করা হয় (২০১২-১৩ অর্থবছরে) ৫৫ কোটি ১৮ লাখ টাকা। এতে বিশেষ সম্মানী (কম্পিউটার দফতরসহ) এক কোটি টাকা। পদে পদে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ের চিত্র থাকলেও ১ কোটি টাকা ব্যয়ের চিত্র অস্পষ্ট। প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা কাকে কীভাবে বিশেষ সম্মানী হিসেবে দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যারা কোনদিনও পরীক্ষার কাজের সঙ্গে বিন্দুমাত্রও জড়িত নয়, তারা এসব টাকার ভাগাভাগি করেন। বিশেষ করে ভিসি, প্রো-ভিসি, ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার, অর্থ ও হিসাব বিভাগ এবং প্রতিটি দফতরের প্রায় সবাই এই বিশেষ সম্মানী নিয়ে থাকেন। জানা গেছে, বিদায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহর আমলে এ রেওয়াজ প্রচলিত হয়, যা অতীতে ছিল না; আর্থিক বিধি অনুযায়ী পাওয়ার কথাও নয়।

বাজেটের একই পৃষ্ঠায় শিক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয়ের মধ্যে ১৯টি খাতে ব্যয়ের হিসাব দেখানো হয়েছে ৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা। বই, জার্নাল ও ডকুমেন্ট ক্রয় ও ডিজিটাল লাইব্রেরির জন্য ৩০ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও কিছু বই কেনা ছাড়া বাকিটা বাজেটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ/ ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ কনফারেন্সের জন্য বরাদ্দ ১০ লাখ টাকা, স্কলারশিপ ও স্টাইপেন্ড (মেধাবৃত্তি) ৩০ লাখ, বিজ্ঞানমেলা, বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞান মনস্কতায় প্রণোদনার জন্য ৫ লাখ, অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের জন্য ১০ লাখ, কলেজ একাডেমিক পরিবীক্ষণের জন্য ১০ লাখ, মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য ১০ লাখ, শিক্ষক, কর্মকর্তার সন্তানদের সাফল্যজনক ফলাফলের জন্য শিক্ষা প্রণোদনা ৫ লাখ, বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, বিনিময় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য বাজেটে ১৬ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও এসব গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষা সহায়ক বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। অন্য যে কটি বিষয়ে কার্যকারিতা রয়েছে তাও আবার কাটছাঁট করে ব্যয় করা হচ্ছে। যেমন কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন, এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রাম, অধিভুক্ত কলেজকে কম্পিউটার/ সোলার প্যানেল, কেমিক্যাল ও বই অনুদান, অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অধিভুক্ত কলেজকে পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি।

৭২ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ২০১২-১৩ অর্থবছরে আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ ২শ' কোটি টাকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে বিভিন্ন প্রকারের স্থায়ী আমানত ৪শ' কোটি টাকার বেশি। কিন্তু কয়েকশ' কোটি টাকার তহবিল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য দক্ষ ও যোগ্য পরিচালক কিংবা উপ-পরিচালক অর্থ ও হিসাব শাখায় তেমন নেই। বিগত ৪ বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি ট্রেজারার ছিলেন তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। অভিযোগ রয়েছে, আর্থিক ব্যবস্থাপনার প্রতি তেমন আগ্রহী ছিলেন না তারা। ফলে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঠিক তদারকির অভাবে অর্থ ও হিসাব শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারিতায় মেতে ওঠেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক শত কোটি টাকা আয় হয় সোনালী ব্যাংক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শাখার অ্যাকাউন্ট (হিসাব নম্বর ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬ ও ১৩৮) থেকে। ব্যয়ের ৮০ ভাগই হয় হিসাব এন-১ সোনালী ব্যাংকের একই শাখা থেকে। বাকি ব্যয়ের সিংহভাগ জনতা ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা থেকে। কিন্তু হিসাবরক্ষণের অন্যতম শর্ত হচ্ছে 'ব্যাংক মিলকরণ', যা বিগত ৭ বছরের মধ্যে হয়নি বলে জানা গেছে। ফলে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের অভাবে ভুয়া চেক ইস্যুর মাধ্যমে কোন অর্থ আত্মসাৎ হয়েছে কিনা সে প্রশ্নের জবাব নেই কারও কাছে।

বিষয়টি বাজেট বিবরণীতে অনেকটা প্রকাশ্য। দেখা যায়, হিসাব গোঁজামিল দিয়ে হিসাব এবং স্থিতিপত্র মেলানো হয়েছে। প্রতি দিন যে টাকা ক্যাশ জমা হয় সাদা চালানের মাধ্যমে তাও সঠিকভাবে দিন করা হয় না। ব্যাংক ট্রান্সফার কীভাবে হচ্ছে, কোন খাতে হচ্ছে, কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার সঠিক হিসাবও বাজেট বিবরণীতে অনুপস্থিত। প্রভিডেন্ট ফান্ড, ওয়েলফেয়ার ফান্ডের টাকাও সঠিকভাবে আমানত বা বিনিয়োগ করা যায় না। লাখ লাখ টাকার স্ট্যাম্প বিভিন্ন কাজের জন্য কেনা হলেও তার ব্যয়ের হিসাব অদ্যাবধি অর্থ ও হিসাব শাখায় নেই।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সহস্রাধিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর চাকরিচ্যুতির পর যেখানে ব্যয় কমবে, সেখানে বাজেটে ১৮.১৩ ভাগ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ লুটের চিত্র ফুটে ওঠে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব তলবের দাবি করেছেন সংশ্লিষ্টরা।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : জানতে চাওয়া হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক নোমান-উর-রশীদ যুগান্তরকে বলেন, তিনি কয়েকদিন আগে দায়িত্ব নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন পর্যায়ে রয়েছেন। পাশাপাশি দৈনন্দিন কার্যাদি চালিয়ে নিচ্ছেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব স্থাবর-অস্থাবর বিষয়াদি জাতীয় সম্পদ। এটা কোনভাবে ভোগ বা অপচয়ের সুযোগ নেই। বিভিন্ন অভিযোগ শুনে তিনি বলেন, এ ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করা হবে। ভিসি অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, বিদায়ের পর ভিসিদের জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি তিনি অবহিত হয়ে তা বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছেন।